SME NEWS
এসএমই নিউজ
এসএমই ফাউন্ডেশনের ত্রৈমাসিক নিউজলেটার
বর্ষ ১১ । সংখ্যা ৩৪ | এপ্রিল-জুন ২০২১

করোনাভাইরাসের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে এসএমই ফাউন্ডেশন কতৃক ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের মাঝে সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজের ১১৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ

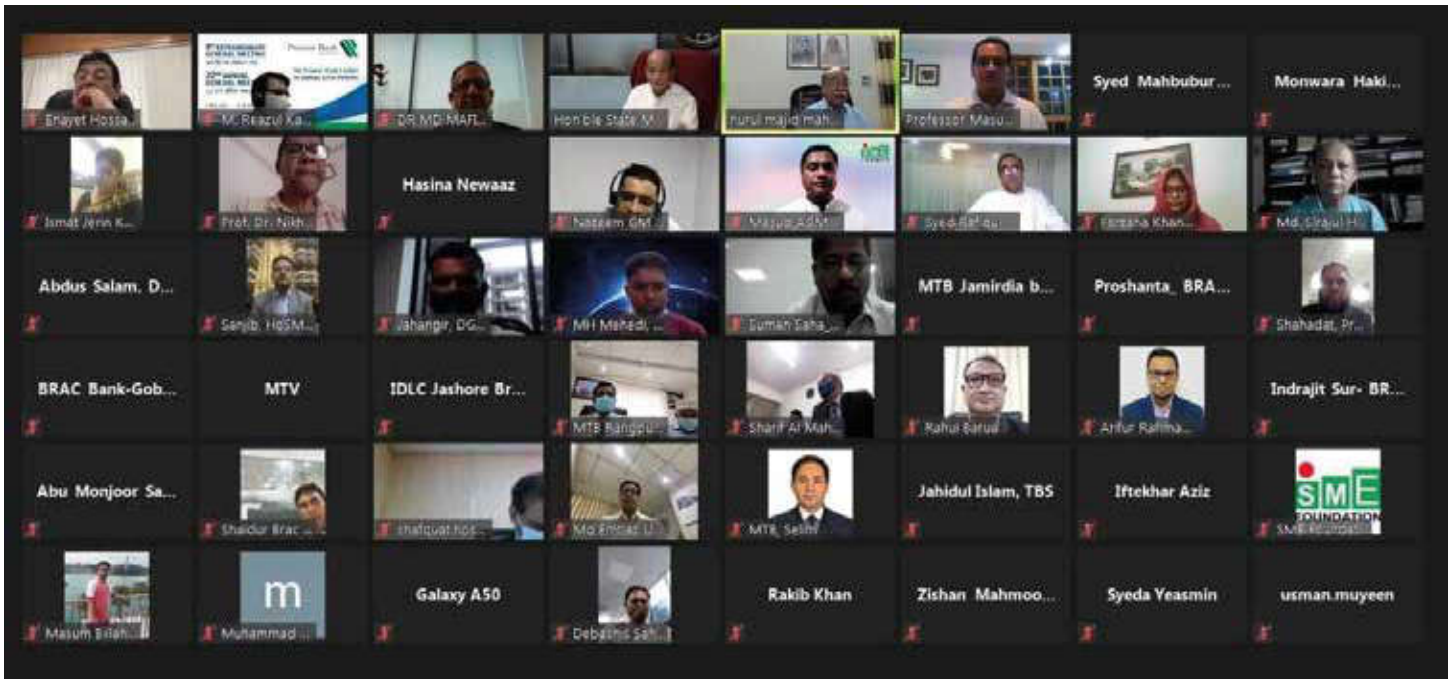

করোনাভাইরাসের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের মাঝে এসএমই ফাউন্ডেশন কতৃক ঋণ বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি, শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপিসহ অতিথিদের একাংশ

করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা এবং পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সরকারের দ্বিতীয় দফার প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (সিএমএসএমই) উদ্যোক্তাদের মাঝে ১১৫.৩৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে এসএমই ফাউন্ডেশন। ১০টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ১০৬৭জন ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তার মাঝে মাত্র দুই মাসেরও কম সময়ে এই ঋণ বিতরণ সম্পন্ন করেছে এসএমই ফাউন্ডেশন। ১১ মে ২০২১ এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনলাইনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঋণ বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান এবং প্রিমিয়ার ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রিয়াজুল করিম। এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদের সদস্যগণ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান বলেন, করোনাভাইরাসের কারণে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত এবং পিছিয়ে পড়া উদ্যোক্তাদের ঋণ পাওয়া নিশ্চিত করতে দেশের প্রায় ৫০টি এসএমই ক্লাস্টার, ৫০ এর অধিক চেম্বার ও অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ এবং নারী-উদ্যোক্তাদের সাথে অনলাইনে মতবিনিময় সভা করেছে এসএমই ফাউন্ডেশন।

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি বলেন, সরকারের দ্বিতীয় দফা প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় এসএমই ফাউন্ডেশনের অনুকূলে ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। চলমান লকডাউনের মধ্যেও যে সকল ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঋণ বিতরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে তাদেরকে আমি বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তিনি আরো বলেন, মনে রাখতে হবে, সারাদেশে লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এসব উদ্যোক্তাদের পাশে আমাদের দাঁড়াতে হবে।

শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি বলেন, করোনাভাইরাস অতিমারীতে সৃষ্ট অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অদ্যাবধি প্রায় দেড় লক্ষ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেন, যার মধ্যে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের (সিএমএসএমই) সক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখা এবং শিল্প কারখানায় নিয়োজিত জনবলকে কাজে বহাল রাখার উদ্দেশ্যে প্রথম দফা ২০ হাজার কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় দফা ১,৫০০ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেন। উল্লিখিত প্যাকেজ দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, এসএমই ফাউন্ডেশনসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের প্রতি আমাদের বিশেষভাবে নজর দিতে হবে।

এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমান বলেন, এসএমই ফাউন্ডেশনের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৩০০ কোটি টাকার মধ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১০০ কোটি টাকা এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে ২০০ কোটি টাকা বিতরণ করা হবে। এই ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে সরকার নির্দেশিত সব ধরনের নির্দেশনা অনুসরণ করা হবে।

(অবশিষ্ট ২য় পৃষ্ঠায়)

করোনাভাইরাসের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে এসএমই ফাউন্ডেশন কতৃক ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের মাঝে সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজের ১১৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

উল্লেখ্য, প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় উদ্যোক্তাগণ ৪% সুদে ঋণ পেয়েছেন। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের পরিমাণ সর্বনিম্ন ১ লাখ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৭৫ লাখ টাকা পর্যন্ত। ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ২৪টি সমান মাসিক কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করা যাবে। প্রথম দফার প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ না পাওয়া পল্লী ও প্রান্তিক পর্যায়ের উদ্যোক্তাগণকে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। মোট ঋণের ৩৩% নারী-উদ্যোক্তাদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

গ্রামীণ অঞ্চলের প্রান্তিক পর্যায়ের কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (সিএমএসএমই) উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে এবং স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার দ্বিতীয় দফায় ১,৫০০ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে, যার মধ্যে এসএমই ফাউন্ডেশনের অনুকূলে ৩০০ (তিনশত) কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। অর্থ বিভাগের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, ২০২০-২১ অর্থবছরে এসএমই ফাউন্ডেশনের অনুকূলে ১০০ কোটি টাকা ছাড় করা হয়। অবশিষ্ট ২০০ কোটি টাকা ২০২১-২২ অর্থবছরে ছাড় করা হবে।

এই ঋণ বিতরণ কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে এপ্রিল, মে ও জুন মাসে ৯টি ব্যাংক ও ৩টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে এসএমই ফাউন্ডেশন। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো হলো, ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড, আইডিএলসি ফাইন্যান্স লিমিটেড, ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড, আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড, লংকা বাংলা ফাইন্যান্স লিমিটেড, প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড, প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড, সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড, বেসিক ব্যাংক লিমিটেড, ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড এবং বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক। চুক্তিবদ্ধ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ১০৬৭জন সিএমএসএমই উদ্যোক্তার মাঝে ১১৫.৩৫ কোটি টাকা বিতরণ করেছে। যার মধ্যে গ্রামীণ এবং প্রত্যন্ত এলাকার উদ্যোক্তা প্রায় ৬০ শতাংশ এবং নারী-উদ্যোক্তার হার প্রায় ৩৩ শতাংশ। উদ্যোক্তা প্রতি গড় ঋণের পরিমাণ প্রায় ১১.১৩ লক্ষ টাকা।

২১ মার্চ ২০২১ ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পরিচালক পর্ষদের সভায় ঋণ কর্মসূচি বিতরণ বিষয়ক নীতিমালা ও নির্দেশিকা অনুমোদন করা হয়। এতে বলা হয়, করোনা মহামারীর কারণে গ্রামীণ ও প্রান্তিক পর্যায়ের ক্ষতিগ্রস্ত অতিক্ষুদ্র (মাইক্রো), ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের মধ্যে নিম্নবর্ণিত ক্যাটাগরির উদ্যোক্তাদের প্রাধান্য দেয়া হবে:

- যারা সরকারের প্রথম দফার প্রণোদনার আওতায় ঋণপ্রাপ্ত হননি;
- অগ্রাধিকারভূক্ত এসএমই সাব-সেক্টর এবং ক্লাস্টারের উদ্যোক্তা;
- নারী-উদ্যোক্তা;
- নতুন উদ্যোক্তা অর্থাৎ যারা এখনো ব্যাংক ঋণ পাননি;
- পশ্চাৎপদ ও উপজাতীয় অঞ্চল, শারীরিকভাবে অক্ষম এবং তৃতীয় লিঙ্গের উদ্যোক্তাগণ।

উক্ত প্যাকেজের আওতায় ঋণ বিতরণের বিবরণ:

ক্রমিক নং	পার্টনার ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান	ঋণ বিতরণ (কোটি টাকায়)	ঋণপ্রাপ্ত উদ্যোক্তার সংখ্যা
১	ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড	৪০	৩৯৫
২	আইডিএলসি ফাইন্যান্স লিমিটেড	৩০	২১২
৩	ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড	১৪	২৩৯
৪	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	২.৯৯	২৬
৫	আইপিডিসি ফাইনান্স লিমিটেড	৪.০৬	১৩
৬	দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড	১০	৭৬
৭	লংকাবাংলা ফাইন্যান্স লিমিটেড	২.৫৬৫	২৩
৮	প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড	১০	৭৫
৯	বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড	১.৫০	৬
১০	বেসিক ব্যাংক লিমিটেড	.২৩	২
মোট		১১৫.৩৪৫	১০৬৭

উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এপ্রিল-জুন ২০২১ এ মানবসম্পদ উন্নয়ন শাখা পরিচালিত দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প (এসএমই) খাত দেশের দারিদ্র্য নিরসন, কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তা বিশেষ করে নারী-উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার দিয়ে এসএমই ফাউন্ডেশন উদ্যোক্তাদের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। করোনাকালীন সময়ে (এপ্রিল-জুন ২০২১) এসএমই ফাউন্ডেশনের নিজেস্ব উদ্যোগে এবং বিভিন্ন ট্রেডবডি'র সহায়তায় ৭টি প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ঢাকা ও শ্রীমঙ্গলে 'বিপণন ব্যবস্থাপনা' ও 'নতুন ব্যবসা শুরু' ২টি প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। 'বিপণন ব্যবস্থাপনা' প্রশিক্ষণে ৪১জন নারী ও পুরুষ উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। শ্রীমঙ্গলে আয়োজিত 'নতুন ব্যবসা শুরু' প্রশিক্ষণে ৩২জন নারী ও পুরুষ উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

শেরপুরে ৩০জন তৃতীয় লিঙ্গের উদ্যোক্তাদের জন্য ৫দিনব্যাপী 'ব্লক-বাটিক' প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান দিয়ে উদ্যোক্তাগণ তাদের পণ্যের গুনগতমান বৃদ্ধি করতে পারবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

নড়াইলের তুলারামপুরে সমাজে অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া দলিত সম্প্রদায়ের ৩০জন-কে 'বহুমুখী পাটজাত পণ্য তৈরি' প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি বাংলাদেশ (নাসিব) এর সহায়তায় 'নতুন ব্যবসা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন' ঝালকাঠিতে ১টি এবং চিটাগাং উইম্যান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাষ্ট্রি (সিডব্লিউসিসিআই) এর সহায়তায় চট্টগ্রামে 'বেসিক বিউটিফিকেশন' ২টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ৩টি প্রশিক্ষণে ৬০জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

২০২০-২১ অর্থবছরে ৬৫টি কর্মসূচিতে ১৯৬২জন উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে মানবসম্পদ উন্নয়ন শাখা। এর মধ্যে ১৬৬৫জন নারী, ২৩৭জন পুরুষ এবং ৬০জন তৃতীয় লিঙ্গের উদ্যোক্তা। এসএমই ফাউন্ডেশনের নিজস্ব উদ্যোগে ২০২০-২১ অর্থবছরে 'ব্যবসা ব্যবস্থাপনা' ৬টি, 'দক্ষতা উন্নয়ন' ১০টি, 'বিউটিফিকেশন ও পার্লার ব্যবস্থাপনা' ২টি, 'ফ্যাশন ডিজাইন' ১টি এবং 'রিফ্রেশার্স কোর্স' ৪টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

এছাড়া ২০২০-২১ অর্থবছরে এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং বিভিন্ন ট্রেডবডি/চেম্বার/অ্যাসোসিয়েশনের সহায়তায় ৪২টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত

'Divertsified Leather Goods Production' প্রশিক্ষণে উদ্যোক্তাদের সাথে ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক

হয়েছে। ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং এবং জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি বাংলাদেশ (নাসিব) এর সহায়তায় ১৬টি, বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিডব্লিউসিসিআই) এর সহায়তায় ১৪টি, উইমেন এন্টারপ্রিনিয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ওয়েব) এর সহায়তায় ৭টি, চিটাগাং উইম্যান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাষ্ট্রি (সিডব্লিউসিসিআই) এর সহায়তায় ৩টি, তৃণমূল নারী-উদ্যোক্তা সোসাইটি (গ্রাসরুটস) এর সহায়তায় ১টি এবং সিলেট উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাষ্ট্রি'র সহায়তায় ১টি প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের বিষয় ছিলো, নতুন ব্যবসা তৈরি, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, বিপণন ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন ধরনের পাটজাত পণ্য তৈরি, প্যাটার্ন মেকিং অ্যান্ড সুইং, বিভিন্ন ধরনের চামড়াজাত পণ্য তৈরি, স্ক্রিন প্রিন্ট, ব্লক ও বাটিক, ফ্যাশন ডিজাইন, বিউটিফিকেশন ও পার্লার ব্যবস্থাপনা, ফাস্টফুড তৈরি ও সংরক্ষণ, আর্টিফিসিয়াল জুয়েলারি। ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ (সোনারগাঁও), ময়মনসিংহ, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, শেরপুর, কুমিল্লা, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খুলনা, বাগেরহাট, নড়াইল মাগুরা, সিলেট, সুনামগঞ্জ, চট্টগ্রাম, সীতাকুণ্ড, কক্সবাজার, বগুড়া, জয়পুরহাট, রাজশাহী, নওগাঁ, রংপুর, নীলফামারী, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, বরিশাল, ঝালকাঠি, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, মেহেরপুর জেলায় এসব প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে প্রত্যন্ত অঞ্চলের এবং নারী-উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার দেয়ার আহবান শিল্পমন্ত্রীর

উদ্যোক্তাদের মাঝে প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণের চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি, শিল্পসচিবসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

করোনাভাইরাসের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া ও নারী-উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার দেয়ার আহবান জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। ২৭ মে ২০২১, বৃহস্পতিবার শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ব্যাংক এশিয়ার পক্ষ থেকে উদ্যোক্তাদের মাঝে ঋণের চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন। ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি এবং শিল্পসচিব জাকিয়া সুলতানা এবং ব্যাংক এশিয়ার প্রেসিডেন্ট ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আরফান আলী। অনুষ্ঠানে ব্যাংক এশিয়ার পক্ষ থেকে ২জন নারীসহ ৮জন উদ্যোক্তার মাঝে ৬৩.৯০ লক্ষ টাকার চেক বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি বলেন, সারাদেশের লক্ষ লক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তার পাশে আমাদের দাঁড়াতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের অর্থ দ্রুততম সময়ের মধ্যে উদ্যোক্তাদের মাঝে বিতরণ করতে হবে। তিনি আরো বলেন, একই উদ্যোক্তা যেন বারবার প্রণোদনার সুবিধা না পায়, বরং যেসব উদ্যোক্তা প্রথম প্যাকেজের আওতায় সুবিধা পাননি তাদের খুঁজে বের করে ঋণের আওতায় আনতে হবে। এক্ষেত্রে নারী-উদ্যোক্তাদের বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। সততার সাথে ব্যবসা অব্যাহত রেখে অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে তিনি উদ্যোক্তাদের প্রতি আহবান জানান।

শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি বলেন, বিশ্বজুড়ে করোনাভাইরাসজনিত পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ত্বরান্বিত করা বিশেষ করে এসএমই খাতকে সুরক্ষা দেয়ার জন্য সরকার অনেকগুলি প্যাকেজ ঘোষণা করেছিল। তার মধ্যে পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে গ্রামীণ এলাকায় ঋণদান কার্যক্রম সম্প্রসারণের নিমিত্ত ১৫০০ কোটি টাকার নুতন প্যাকেজ ঘোষণা করে। মূলত: ব্যাংক ব্যবস্থার পাশাপাশি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও গ্রামীন উন্নয়ন নিয়ে কাজ করে এধরনের বিভিন্ন সংস্থার ঋণ কার্যক্রমের পরিধি বাড়ানো, নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়নে পদক্ষেপ নেয়া এবং দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন অব্যাহত রাখতে এ প্রণোদনা ঘোষণা করে।

এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান বলেন, এসএমই ফাউন্ডেশনের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৩০০ কোটি টাকার মধ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১০০ কোটি টাকা এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে ২০০ কোটি টাকা বিতরণ করা হবে। এই ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে সরকার নির্দেশিত সব ধরনের নির্দেশনা অনুসরণ করা হবে। প্রণোদনার প্যাকেজের ঋণ বিতরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার জন্য তিনি ব্যাংক এশিয়ার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে এসএমই ফাউন্ডেশনের ২০২১-২০২২ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর

২৮ জুন ২০২১ শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে চতুর্থবারের মতো এসএমই ফাউন্ডেশনের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি ও বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিল্পসচিব জাকিয়া সুলতানা। এসএমই ফাউন্ডেশনের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের এপিএ'তে ৩২টি কার্যক্রমের অধীনে ৪৩টি কর্মসম্পাদন সূচক রয়েছে। এ বছর মূলত করোনা মহামারীর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তাদের উন্নয়নের জন্য একগুচ্ছ কার্যক্রম নেয়া হয়েছে। বিশেষ করে করোনা মহামারী মোকাবিলায় অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে ক্রেডিট হোলসেলিং কর্মসূচি সম্প্রসারণ, Digital Display প্ল্যাটফর্ম তৈরির মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের পণ্য/সেবা প্রদর্শন, নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন, অনুন্নত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, আমদানি-রপ্তানি বিষয়ে প্রশিক্ষণ, উদ্যোক্তাদের পণ্যের প্রচার প্রসারের লক্ষ্যে জাতীয় ও আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা আয়োজন, 'নতুন উদ্যোক্তা তৈরি' প্রশিক্ষণ, উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে এসএমই ক্লাস্টার অন্তর্ভুক্তিকরণ, জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে এসএমই বান্ধব প্রস্তাবনা প্রেরণ, এসএমই খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা ও প্রকাশনা, আধুনিক ও লাগসই প্রযুক্তি (প্রক্রিয়া/পণ্য) সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান, অ্যাডভাইজরি সার্ভিস সেন্টার বা অনলাইনে/সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের দ্বারা উদ্যোক্তাদের পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে কর্মসূচি পরিকল্পনা করা হয়েছে।

এপিএ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি, শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

উল্লেখ্য, সরকার ঘোষিত নীতিমালা ও রূপকল্প যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাংখিত লক্ষ্য অর্জন, সরকারি কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর করে আসছে এসএমই ফাউন্ডেশন।

‘সিএমএসএমই এবং অনানুষ্ঠানিক খাতের চ্যালেঞ্জ’ প্রাক-বাজেট ওয়েবিনার আয়োজন

‘সিএমএসএমই এবং অনানুষ্ঠানিক খাতের চ্যালেঞ্জ’ ওয়েবিনারে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান এমপি, শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপিসহ অতিথিদের একাংশ

এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণ প্রবাহ এবং এসএমই খাতের দক্ষতা উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশনের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রকল্প বাস্তবায়নের সুযোগ দেয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান এমপি। ২৩ মে ২০২১ এসএমই ফাউন্ডেশন এবং অ্যাসোসিয়েশন অব ফ্যাশন ডিজাইনার্স বাংলাদেশ (এএফডিবি)-এর উদ্যোগে যৌথভাবে আয়োজিত ‘সিএমএসএমই এবং অনানুষ্ঠানিক খাতের চ্যালেঞ্জ নিয়ে প্রাক বাজেট ওয়েবিনারে তিনি একথা বলেন। এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি। সম্মানিত অতিথি ছিলেন সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত এবং ইউএনডিপি, বাংলাদেশ এর আবাসিক প্রতিনিধি সুদীপ্ত মুখার্জি। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডির ড. ফাহমিদা খাতুন। মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন সোনিয়া বশীর কবির এবং বিবি রাসেল। এসএমই ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এএফডিবি’র সভাপতি মানতাশা আহমেদ।

মূল প্রবন্ধে গবেষণা সংস্থা সিপিডি’র নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন বলেন, করোনাভাইরাসের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা এবং নারী-উদ্যোক্তাদের জানান বাজেটে বিশেষ প্রণোদনা সহায়তা দেয়া প্রয়োজন। করোনাভাইরাসের কারণে সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের ক্ষতি নিয়ে একটি জরিপের তথ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, দেশের বেশিরভাগ সিএমএসএমই উদ্যোক্তা করোনাভাইরাসের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের সুফল পাননি। তাই প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণ দ্রুত বিতরণে কার্যক্রর পদক্ষেপ প্রয়োজন। এছাড়া ঋণের পরিমাণ আরো বাড়ানোর পাশাপাশি এসএমই ফাউন্ডেশন, পিকেএসএফসহ সরকারি-বেসরকারি ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থাগুলোকে ঋণ বিতরণে কাজে লাগানোর পরামর্শও দেন তিনি।

পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান এমপি বলেন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের উন্নয়নে জেলা, উপজেলা, গ্রোথ সেন্টার ও ক্লাস্টারসমূহের উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া দরকার। এসএমই ফাউন্ডেশনসহ সরকারি-বেসরকারি সংস্থা’র তত্ত্বাবধানে তাদের জন্য ঋণ ও অনুদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণ প্রবাহ এবং দক্ষতা উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশনকে অধিক অর্থ সহায়তা ও প্রকল্প বাস্তবায়নের সুযোগ দেয়ার পক্ষেও মত দেন তিনি।

শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি বলেন, করোনাভাইরাসের কারণে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসহ অনানুষ্ঠানিক খাতের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সরকারের সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। জামানতের অভাবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারদের যেন ঋণ পেতে সমস্যা না হয়, এজন্য ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম চালু করেছে সরকার তারপরও ট্রেড লাইসেন্স না থাকায় ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ পেতে নানা ভোগান্তির শিকার হতে হয় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের। এজন্য বাজেটে তাদের জন্য বিশেষ বরাদ্দ রাখার দাবি জানান তিনি। এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য জেলায় জেলায় এসএমই পল্লী স্থাপন করা যেতে পারে বলে মনে করেন তিনি।

সভাপতির বক্তব্যে এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান বলেন, এসএমই উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে নীতি সহায়তা এবং বাজেট বরাদ্দ প্রয়োজন। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের সহায়তায় আরো সদয় ও উদার হতে সবার প্রতি আহবান জানান তিনি।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য ই-কমার্স ফলোআপ প্রোগ্রাম

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তাদের অনলাইন ব্যবসা/ই-কমার্সে সক্ষমতা অর্জনে এসএমই ফাউন্ডেশন কয়েক বছর যাবত কাজ করছে। এরই ধারাবাহিকতায় ফাউন্ডেশন ঢাকাসহ বিভাগীয় পর্যায়ে এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য ই-কমার্স ও ই-মার্কেটিং সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রশিক্ষণ পরবর্তী উদ্যোক্তাদের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা এবং বর্তমান সময়ের প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ অনলাইন ব্যবসায়িক কৌশলসমূহের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে ১২ জুন ২০২১ অনলাইনে ‘ই-কমার্স ফলোআপ’ প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়। এতে ২০জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের ই-কমার্স ফলোআপ প্রোগ্রামে অংশগ্রহনকারীদের একাংশ

২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে এসএমই ফাউন্ডেশনের ১৪টি এসএমইবান্ধব প্রস্তাবনা গ্রহণ করায় সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা

২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক প্রস্তাবিত বাজেট ১৪টি এসএমইবান্ধব প্রস্তাবনা গ্রহণ করায় সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে এসএমই ফাউন্ডেশন। ২০ জুন ২০২১ এ উপলক্ষে অনলাইনে সংবাদ সম্মেলনে এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমান বলেন, এসএমই ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে এসএমই খাতের উন্নয়নে সরকারের নজর আগের যে কোন সময়ের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর ফলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের পক্ষে কোভিড-১৯ এর ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা সহজতর হচ্ছে। তিনি আরো জানান, করোনাভাইরাসের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সরকারের বিশেষ প্রণোদনার প্যাকেজের মধ্যে চলতি জুন মাসের মধ্যে অর্থাৎ দুই মাসেরও কম সময়ে ১০০ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের মাঝে বিতরণ করতে বদ্ধপরিকর এসএমই ফাউন্ডেশন।

সংবাদ সম্মেলনে এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান জানান, এসএমই খাতের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে প্রতি অর্থবছরে এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক জাতীয় বাজেটে ট্যাক্স, ভ্যাট, ট্যারিফ ও আর্থিক প্রণোদনা ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ও সংশ্লিষ্ট সংস্থা বরাবর উপস্থাপন করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত এসএমই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ও সংশ্লিষ্ট সংস্থা বরাবর উপস্থাপিত মোট ৪১৭টি প্রস্তাবনার মধ্যে ৭১টি সরকার/এনবিআর কর্তৃক গৃহীত হয়েছে এবং জাতীয় বাজেটে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি আরো জানান, এসএমই নীতিমালা-২০১৯ এর কৌশলগত লক্ষ্য ৪.১.৩.২ এ কর কাঠামো সহজীকরণ ও যৌক্তিকীকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে প্রতি অর্থবছরের মত ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে এসএমইবান্ধব প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে প্রস্তাবনা প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে এসএমই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন এসএমই অ্যাসোসিয়েশন, ট্রেডবডি বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। যার প্রেক্ষিতে ১৫টি অ্যাসোসিয়েশন/ট্রেডবডি থেকে এসএমই খাত সংশ্লিষ্ট ১০০ এর অধিক প্রস্তাবনা পাওয়া যায়। পরবর্তীতে এসএমই অ্যাসোসিয়েশন ও ট্রেডবডি প্রতিনিধিদের সাথে ২টি যৌক্তিকীকরণ সভার মাধ্যমে ৬৮টি প্রস্তাবনা চূড়ান্ত করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রেরণ করা হয়। ৩ জুন ২০২১ জাতীয় সংসদে মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত ২০২১-২০২২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট পর্যালোচনা শেষে দেখা যায়, এসএমই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে প্রেরিত প্রস্তাবনাসমূহের মধ্যে নিম্নবর্ণিত ১৪টি সরকার/এনবিআর কর্তৃক আংশিক/সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হয়:

- স্বল্পমূল্যে কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের জন্য কৃষি খাতের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে কৃষি উপকরণ: উইনার (নিড়ানী) ও উইনোয়ার (ঝাড়াইকল) এর উৎপাদন ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান [বাজেট বক্তব্য-অনুচ্ছেদ-২৬৭]
- থ্রেসার মেশিন, পাওয়ার রিপার, পাওয়ার টিলার, অপারেটেড সিডার, কম্বাইন হারভেস্টার, রোটারী টিলার, উইনার (নিড়ানী) ও উইনোয়ার (ঝাড়াইকল) ইত্যাদির উপর আমদানি পর্যায়ে আগাম কর অব্যাহতি [বাজেট বক্তব্য-অনুচ্ছেদ-২৬৭]
- নন-লিস্টেড কোম্পানিসমূহের ক্ষেত্রে কর্পোরেট কর হার ৩২.৫% থেকে হ্রাস করে ৩০% করা [বাজেট বক্তব্য-অনুচ্ছেদ-২৩৭]

  দেশে উৎপাদিত সকল প্রকার ফল ও শাক-সবজি প্রসেসিং শিল্প ও কৃষিযন্ত্র উৎপাদনকারী শিল্পের জন্য দশ বছরের করমুক্ত সুবিধা [বাজেট বক্তব্য-অনুচ্ছেদ-২৫১]
- বাংলাদেশের শিল্পোদ্যোক্তাদের শিল্পের কাঁচামাল/উপকরণ আমদানির ক্ষেত্রে আগাম কর ৪% থেকে হ্রাস করে ৩ শতাংশ করা [বাজেট বক্তব্য-অনুচ্ছেদ-২৬০]
- হাল্কা প্রকৌশল শিল্পের পণ্যের উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে শর্ত সাপেক্ষে দশ বছর মেয়াদী কর অব্যাহতি [বাজেট বক্তব্য-অনুচ্ছেদ-২৫০] (পৃষ্ঠা-১৩১)
- হাল্কা প্রকৌশল শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে মূলধনী যন্ত্রপাতি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদানের বিধান সহজীকরণ [বাজেট বক্তব্য-অনুচ্ছেদ-২৬৮]
- স্পিনিং মিলে ব্যবহৃত পেপার কোনের উপর বিদ্যমান মূল্য সংযোজন কর ১৫% থেকে কমিয়ে ৫% করা [বাজেট বক্তব্য-অনুচ্ছেদ-২৬৮]
- কৃষি আধুনিকায়নের লক্ষ্যে কৃষি উপকরণ আমদনিতে প্রযোজ্য আমদানি শুল্ক হ্রাস এবং কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদন সুসংহত করতে সুরক্ষা প্রদান করা [বাজেট বক্তব্য-অনুচ্ছেদ-২৭৯]
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রতিরক্ষণে এসএমই কর্তৃক তৈরিকৃত কিছু পণ্য (Finished Product) আমদানিতে প্রযোজ্য শুল্ক কর বৃদ্ধি [বাজেট বক্তব্য-অনুচ্ছেদ-২৮৬]
- মুড়ির স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান [বাজেট বক্তব্য-অনুচ্ছেদ-২৬৫]
- এসএমই খাত এবং নারীর উন্নয়নে এসএমই খাতের নারী-উদ্যোক্তাগণের জন্য বিশেষ প্রণোদনা হিসেবে ব্যবসায়ের মোট টার্নওভারের ৭০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত করমুক্ত রাখা। উল্লেখ্য, এর ফলে নারী-উদ্যোক্তাগণ ও এসএমই খাত উভয়ই উপকৃত হবে। [বাজেট বক্তব্য-অনুচ্ছেদ-২৪৯]
- কাগজ শিল্পের কাঁচামাল (coated paper) আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান [বাজেট বক্তব্য-অনুচ্ছেদ-২৮৬]
- মোটরসাইকেল শিল্পের কিছু যন্ত্রাংশ আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান।

অনলাইনে সংবাদ সম্মেলনে এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমানসহ গণমাধ্যমকর্মীদের একাংশ

সংবাদ সম্মেলনে ড. মোঃ মফিজুর রহমান আরো বলেন, এমএসএমই খাতের উন্নয়নের জন্য ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে নিম্নবর্ণিত আরো কিছু বিষয় সরকার বিবেচনা করতে পারে:

- বর্তমানে বার্ষিক টার্নওভার ৫০ লাখ টাকা হতে ৩ কোটি টাকা পর্যন্ত ৪% হারে টার্নওভার কর নির্ধারণ করা আছে। এসএমই খাতের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য টার্নওভার কর হার কমানো প্রয়োজন।
- বর্তমানে এসএমই খাতের নতুন উদ্যোক্তাদের কর অবকাশ সুবিধা নেই। এসএমই খাতের নতুন উদ্যোক্তাদের ১০ বছরের জন্য কর অবকাশ সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে ।
- বর্তমানে এসএমইসহ সকল রপ্তানিকারক শিল্পের জন্য কর্পোরেট ট্যাক্স ৩৫% হারে প্রযোজ্য। যদিও তৈরি পোশাক রপ্তানির উপর নিম্নতর হার নির্ধারণ করা আছে। এসএমই রপ্তানিকারকদের জন্য কর্পোরেট ট্যাক্স আরো কিছটা হ্রাস করা যেতে পারে। এমএসএমই রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের জন্য রপ্তানির
- বিপরীতে ন্যূনতম ২০% হারে নগদ সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে।

  সরকারি প্রতিষ্ঠানের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য বা
- সেবা এমএসএমইদের থেকে ক্রয় নিশ্চিতকরণ এবং এমএসএমইদের থেকে নির্দিষ্ট কিছু পণ্য বা সেবা ক্রয়ের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের উপর বাধ্যবাধকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

উল্লেখ্য, ইতঃপূর্বে এসএমই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার কাছে প্রেরিত এসএমইবান্ধব প্রস্তাবনাসমূহের মধ্যে ২০১২-১৩ এ ১০টি, ২০১৩-১৪ এ ৩টি, ২০১৪-১৫ এ ৭টি, ২০১৫-১৬ এ ৫টি, ২০১৬-১৭ এ ১০টি, ২০১৭-১৮ এ ৭টি, ২০১৮-১৯ এ ৪টি, ২০১৯-২০ এ ৬টি, ২০২০-২১ এ ৫টি এবং ২০২১-২২ এ ১৪টি প্রস্তাবনা গৃহীত হয়।

প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ সুষ্ঠুভাবে বিতরণের লক্ষ্যে মতবিনিময় সভা আয়োজন

নারী-উদ্যোক্তা, এসএমই অ্যাসোসিয়েশন ও চেম্বারের প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভা আয়োজন

করোনাভাইরাসের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় এসএমই ফাউন্ডেশনের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১০০ কোটি টাকার ঋণ সুষ্ঠুভাবে বিতরণের লক্ষ্যে নারী-উদ্যোক্তা, এসএমই অ্যাসোসিয়েশন ও চেম্বারের প্রতিনিধিদের সাথে অনলাইনে মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের মাঝে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে ঋণ বিতরণের নীতিমালা এবং ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যাংকিং নিয়ম-নীতি উদ্যোক্তাদের অবহিতকরণের উদ্দেশ্যে এপ্রিল ও মে মাসে এসএমই সংশ্লিষ্ট ট্রেডবডি, চেম্বার, উদ্যোক্তা অ্যাসোসিয়েশন, নারী-উদ্যোক্তা সংগঠন, ক্লাস্টারের প্রতিনিধিদের নিয়ে ৪টি ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে আয়োজিত এসব মতবিনিময় সভায় জানানো হয়, যারা সরকারের প্রথম দফার প্রণোদনার আওতায় ঋণপ্রাপ্ত হননি, নারী-উদ্যোক্তা, নতুন উদ্যোক্তা অর্থাৎ যারা এখনো ব্যাংক ঋণ পাননি, এবং পশ্চাৎপদ ও উপজাতীয় অঞ্চল, শারীরিকভাবে অক্ষম ও তৃতীয় লিঙ্গের উদ্যোক্তাদের ঋণ পাওয়া নিশ্চিত করতে এসএমই ফাউন্ডেশন এবং অংশীদার ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে উদ্যোক্তাদের যোগাযোগ করিয়ে দিতে সব প্রতিষ্ঠানের ফোকাল পার্সন নির্ধারণ করা হয়েছে।

০৫ মে ২০২১ অনলাইনে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় যুক্ত হয়ে সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী আশরাফ আলী খান খসরু এমপি বলেন, করোনাভাইরাসের কারণে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সরকারের এই প্রণোদনা প্যাকেজের সুফল যেন সত্যিকার প্রান্তিক পর্যায়ের এবং নেত্রকোনার

নারী-উদ্যোক্তা, এসএমই অ্যাসোসিয়েশন ও চেম্বারের প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

মত শিল্প ক্ষেত্রে অনুন্নত এলাকাগুলোর ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তারা পান, তা নিশ্চিত করতে হবে। ঋণের সুষ্ঠু বিতরণ নিশ্চিত করতে এসএমই ফাউন্ডেশনের আয়োজনে এসএমই অ্যাসোসিয়েশন, চেম্বার প্রতিনিধি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের মতবিনিময় সভা আয়োজন প্রশংসনীয় উদ্যোগ বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

০২ মে ২০২১ অনলাইনে নারী-উদ্যোক্তা সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশন ও চেম্বার নেতৃবৃন্দ এবং দেশের শীর্ষ নারী-উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খানের সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান বলেন, প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় এসএমই ফাউন্ডেশনের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের ন্যূনতম ২৫% এর বেশি নারী-উদ্যোক্তাদের মাঝে বিতরণ করার লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও ফাউন্ডেশন আশা করে নারী উদ্যোক্তাগণকে ৫০% এর বেশি ঋণ বিতরণ করা সম্ভব হবে। তিনি আরো বলেন, ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য, যে কোন মূল্যে বেশি সংখ্যক নারী-উদ্যোক্তার ঋণ পাওয়া নিশ্চিত করা।

এসএমই ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক নাজিম হাসান সাত্তার জানান, দেশের বিভিন্ন এসএমই ক্লাস্টার, অ্যাসোসিয়েশন ও চেম্বারের সদস্যসহ সারা দেশের সকল শ্রেণীর নারী-উদ্যোক্তাগণ এই প্যাকেজের আওতায় ঋণ পাবেন। মোট ঋণের ৫০% উৎপাদনশীল ও সেবা খাতের উদ্যোক্তাদের মাঝে বিতরণের লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে। তিনি আরো জানান, ইতঃপূর্বে এসএমই ফাউন্ডেশনের ক্রেডিট হোলসেলিং কর্মসূচির আওতায় সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেয়া হলেও নতুন প্যাকেজের আওতায় একজন উদ্যোক্তা সর্বোচ্চ ৭৫ লাখ পর্যন্ত ঋণ পাবেন।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা আয়োজন

করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী এলাকার কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য সরকারের দ্বিতীয় প্রণোদনার আওতায় এসএমই ফাউন্ডেশনের অনকূলে বরাদ্দকৃত ১০০ কোটি টাকার ঋণ সুষ্ঠুভাবে বিতরণের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন ১২টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করে। ক্রেডিট হোলসেলিং কর্মসূচির মাধ্যমে সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদেরকে প্রণোদনা প্যাকেজের এই অর্থ বিতরণ কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে অংশীদার বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের এসএমই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে এপ্রিল ও মে মাসে ৬টি ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো হলো, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড, ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড, প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড, প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড, আইডিএলসি ফাইন্যান্স লিমিটেড এবং লংকাবাংলা ফাইন্যান্স লিমিটেড। এসব সভায়

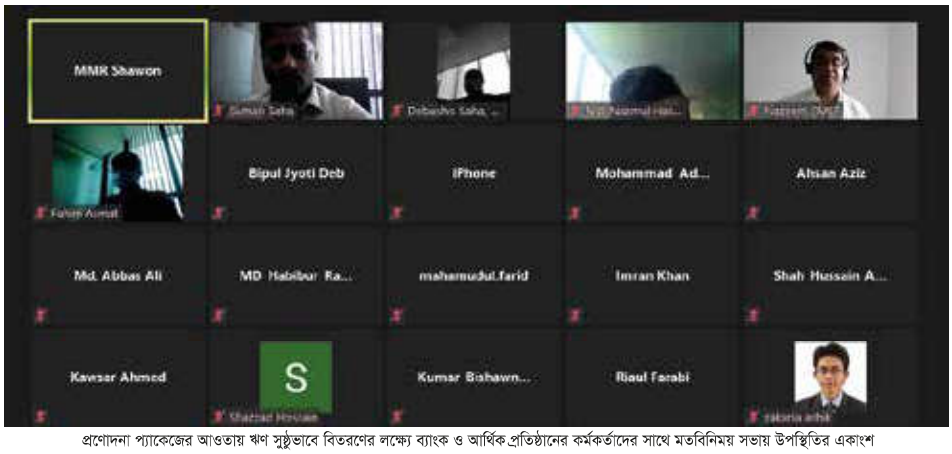

প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ সুষ্ঠুভাবে বিতরণের লক্ষ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় উপস্থিতির একাংশ

বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক ও নীতিমালা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্মকর্তাদের অবহিত করা হয়। এসএমই ফাউন্ডেশনের অনকূলে ছাড়কৃত অর্থ বিতরণের ক্ষেত্রে দেশের প্রায় ৫০টি ক্লাস্টার, নারী-উদ্যোক্তা, পিছিয়ে পড়া প্রত্যন্ত অঞ্চলের উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার দেয়ার জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের অনুরোধ জানানো হয়।

এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক অনলাইনে 'আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা ২০২১' আয়োজন

এসএমই উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন প্রতি বছর 'আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা' আয়োজন করে। দেশের সকল বিভাগীয় শহর, জেলা এবং প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এসএমই প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদিত পণ্য নিয়ে এই মেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে। চলমান করোনা পরিস্থিতি বিবেচনায় জনসমাগম এড়াতে এবং সরকারের নির্দেশনার আলোকে এসএমই ফাউন্ডেশন সরকারের a2i, ekShop এর কারিগরি সহায়তায় ৩ মে-৩১ জুলাই ২০২১ ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে ৩৮টি জেলার উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে 'আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা ২০২১' (www.smemelabd.com) আয়োজন করেছে। জেলাগুলো হলো, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, বরিশাল, সিলেট ও ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, মাণিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, কুমিল্লা, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, নড়াইল, বাগেরহাট, বগুড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, পাবনা, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, ঝালকাঠি, বরগুনা, হবিগঞ্জ, জামালপুর ও নেত্রকোনা।

৩ মে ২০২১ অনলাইনে আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলার উদ্বোধন করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমান। এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে এটুআই এর প্রতিনিধি অনলাইন মেলা সম্পর্কে একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, এসএমই ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ, এটুআই এর কর্মকর্তাবৃন্দ ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

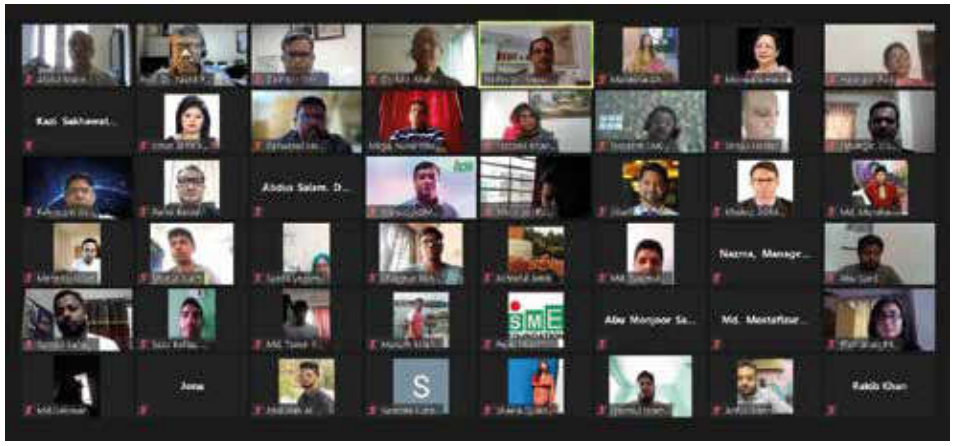

'আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা ২০২১' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

মেলায় অংশগ্রহণের জন্য কোন রেজিস্ট্রেশন ফি নেই। মেলায় একইসাথে পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রয়ের পাশাপাশি সারাদেশে পণ্য ডেলিভারি এবং ক্রেতা-বিক্রেতার ভিডিও চ্যাট করার ব্যবস্থা রয়েছে। মেলার ওয়েবসাইট www.smemelabd.com এ অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন ও পণ্য আপলোড করা যাবে। এছাড়াও এ বিষয়ে অন্য কোন তথ্যের জন্য এসএমই ফাউন্ডেশনে যোগাযোগ করা যাবে।

নিবন্ধন ও প্রোডাক্ট আপলোড করার পদ্ধতি:

মেলার ওয়েবসাইটে নিবন্ধনের জন্য প্রবেশ করে বিক্রেতা নিবন্ধন-এ ক্লিক করে, আবেদন ফরম পূরণ করে সাবমিট বাটনে ক্লিক করতে হবে। তারপর আবেদন ফরমে উল্লিখিত মোবাইল নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করে ড্যাসবোর্ডে পণ্যের ছবি, বিবরণ ইত্যাদি তথ্য দিয়ে প্রোডাক্ট আপলোড করা যাবে।

'Preparatory workshop for Participation in the International Fairs and Export Readiness' কর্মশালা আয়োজন

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ ও পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রস্তুতির লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন ০৪-০৬ এপ্রিল এবং ১৮-২১ এপ্রিল ২০২১ তিনদিনব্যাপী ২টি কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালায় ৩৩জন এসএমই উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত জুম প্ল্যাটফর্মে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত ছিল:

পণ্য রপ্তানির নিয়মকানুন, পদ্ধতি ও করণীয়;

- রপ্তানিকারক হওয়ার যোগ্যতা ও করণীয়;
- এসএমই পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন ধরনের সুবিধা ও প্রণোদনা;
- রপ্তানির ক্ষেত্রে ব্যাংকিং নিয়মকানুন, পদ্ধতি ও সুবিধা;
  বিদেশে আয়োজিত বিভিন্ন ধরনের পণ্য মেলায় অংশগ্রহণের শর্তাবলী ও করণীয়; এবং
- বাংলাদেশের সফল রপ্তানিকারক এসএমই উদ্যোক্তার সাথে আলোচনা।

কর্মশালায় রিসোর্সপার্সন ছিলেন দেবাশীষ চক্রবর্তী, এক্সপোর্ট ফেসিলিটেটর, টেডফো বাংলাদেশ লিমিটেড, আবু মোখলেছ আলমগীর হোসেন, উপ-পরিচালক, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (মেলা) এবং তৌহিদ বিন আব্দুস সালাম, স্বত্ত্বাধিকারী, ক্ল্যাসিক হ্যান্ডমেইড বিডি । এছাড়া পাটজাত পণ্য উৎপাদনকারী এবং সফল রপ্তানিকারক হিসেবে এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালক এবং ক্রিয়েশন প্রাইভেট-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাশেদুল করীম মুন্না কর্মশালায় উদ্যোক্তাদের মাঝে তাঁর অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।

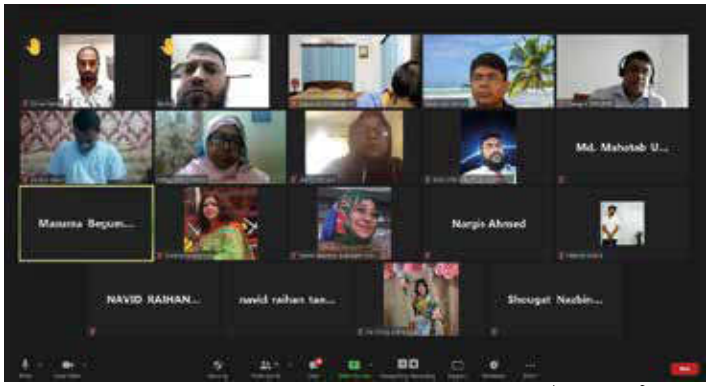

'Preparatory workshop for Participation in the International Fairs and Export Readiness" কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

সিএমএসএমই খাতের জন্য সরকার ঘোষিত ২০,০০০ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের (সিএমএসএমই) সক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখা এবং শিল্প কারখানায় নিয়োজিত জনবলকে কাজে বহাল রাখার উদ্দেশ্যে ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্প সুদে চলতি মূলধন ঋণ/ বিনিয়োগ সুবিধা প্রবর্তনের জন্য ২০২০ সালের এপ্রিলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য 'এসএমই খাত উজ্জীবন সংক্রান্ত কমিটি' গঠন করা হয়। পরবর্তীতে এই কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অনুমোদনক্রমে শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জেলা প্রশাসককে আহবায়ক করে 'জেলা এসএমই ঋণ বিতরণ মনিটরিং কমিটি' গঠন করা হয়। এই কমিটির সদস্য হিসেবে এসএমই ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাগণ এপ্রিল-জুন ২০২০ সময়ে ২০টি ভার্চুয়াল সভায় অংশগ্রহণ করেন। উদ্যোক্তাগণ যাতে সহজ শর্তে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা মেনে ঋণ পেতে পারে সেজন্য এসএমই ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাগণ নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে সভায় প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের অনলাইন ব্যবসা পরিচালনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতিতে ডিজিটাল কমার্স ক্রমবর্ধমান ব্যবসায়িক কৌশল এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি শক্তিশালী মাধ্যম। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাগণ উৎপাদিত পণ্য বা সেবা ডিজিটাল কমার্স সুবিধা ব্যবহার করে দেশ ও বিদেশে বিপণন করতে পারছেন। পণ্যের কাঁচামাল সংগ্রহ থেকে শুরু করে বাজারজাতকরণ পর্যন্ত সব কাজ ডিজিটাল কমার্স এর সুবিধা ব্যবহার করে নির্ভুলভাবে করা সম্ভব। এসএমই ফাউন্ডেশন সরকারের 'রূপকল্প ২০২১: ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়নে জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা এবং জাতীয় ডিজিটাল কমার্স নীতিমালা এর আলোকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের অনলাইন ব্যবসায় দক্ষতা বৃদ্ধিতে ডিজিটাল কমার্স বিষয়ক প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য কার্যক্রম নিয়মিত আয়োজন করে আসছে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের ডিজিটাল কমার্স ব্যবসার সাথে পরিচিতিকরণ ও অভ্যস্ত করার লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন এ বিষয়ে দেশব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাগণ এসব প্রশিক্ষণ থেকে ডিজিটাল কমার্সের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবসা প্রসার উপযোগী বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করতে পারছেন।

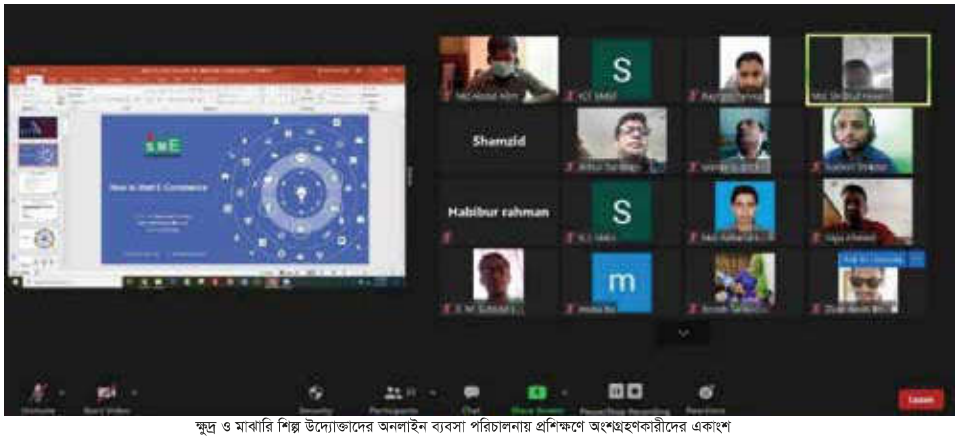

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের অনলাইন ব্যবসা পরিচালনায় প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

বর্তমান করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় এসএমই ফাউন্ডেশন এপ্রিল-জুন ২০২১ এ এসএমই উদ্যোক্তাদের অনলাইন ব্যবসা ই-কমার্স বিষয়ে দক্ষ করার লক্ষ্যে Zoom সফটওয়্যার ব্যবহার করে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ৬টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করেছে এবং এতে ১২০জন উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ পরবর্তীতে উদ্যোক্তারা সহজেই এবং দ্রুততায় বিশ্বব্যাপী এসএমই পণ্যের প্রচার ও প্রসার করতে পারছেন। ফাউন্ডেশনের প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য জানতে ভিজিট করুন এসএমই ফাউন্ডেশনের প্রশিক্ষণ বিষয়ক পোর্টাল http://hrd.smef.gov.bd

বিষয়	প্রশিক্ষণ	প্রশিক্ষণার্থী
How to Start E-Commerce	০৫	১০০
Social Commerce for SMEs	০১	২০
মোট	**০৬**	**১২০**

এসএমই সংশ্লিষ্ট ট্রেডবডি'র কর্মকর্তাদের 'আইসিটি ব্যবহারে দক্ষতা উন্নয়ন' কর্মশালা অনুষ্ঠিত

এসএমই খাতের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অ্যাসোসিয়েশন, ট্রেডবডি ও চেম্বারের সক্ষমতা বৃদ্ধি অন্যতম প্রধান পূর্বশর্ত। বর্তমান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগে এসএমই উদ্যোক্তারা আইসিটিবান্ধব হলেই কেবল তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণ ও টেকসই করা সম্ভব। এই প্রেক্ষাপটে এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক এসএমই সংশ্লিষ্ট ট্রেডবডি এবং তাদের কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২৬ জুন ২০২১ অনলাইনে 'অফিস ও ব্যবসা ব্যবস্থাপনায় আইসিটি ব্যবহার' কর্মশালার আয়োজন করা হয়। দিনব্যাপী কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে অ্যাসোসিয়েশন ও চেম্বারের অফিস ব্যবস্থাপনায় আইসিটি টুলস ব্যবহার, উদ্যোক্তাদের ব্যবসা অনলাইনে অন্তর্ভুক্তকরণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। কর্মশালায় চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের ৮টি চেম্বার ও অ্যাসোসিয়েশন এর ২১জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

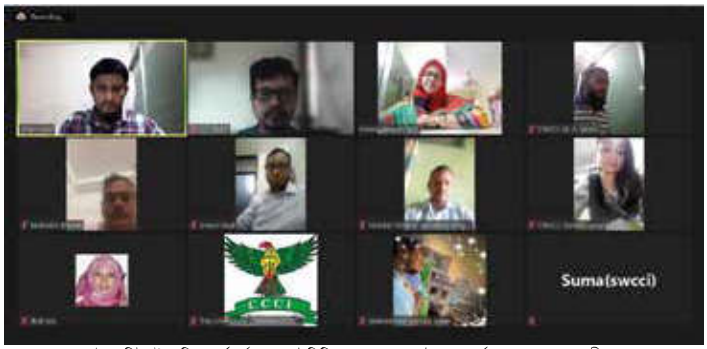

এসএমই সংশ্লিষ্ট ট্রেডবডি'র কর্মকর্তাদের 'আইসিটি ব্যবহারে দক্ষতা উন্নয়ন' কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

'এসএমই উন্নয়নে আইসিটি ব্যবহার' কর্মশালা আয়োজন

আইসিটি বা তথ্য-প্রযুক্তি আমাদের জীবন ও চিন্তাধারায় বিপ্লব ঘটিয়েছে, দক্ষতা এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করেছে। এসএমই ব্যবসাসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে আইসিটির প্রয়োগ প্রয়োজন। আইসিটি'র সাথে তাল মিলিয়ে ব্যবসার মডেলগুলোর নতুন কাঠামো দেয়া হচ্ছে। মোদ্দাকথা, ব্যবসায়িক কার্যক্রম নতুন সহস্রাব্দের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বড় ধরনের রূপান্তর প্রক্রিয়াধীন।

এসএমই ফাউন্ডেশন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এসএমই খাতের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশন, ট্রেডবডি ও চেম্বারের সক্ষমতা বৃদ্ধি অন্যতম প্রধান পূর্বশর্ত। বর্তমান সময়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্রম উন্নয়নে উদ্যোক্তাদের ব্যবসা টেকসই ও সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে উদ্যোক্তাদের প্রযুক্তিবান্ধব হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ফাউন্ডেশন উদ্যোক্তাসহ এসএমই সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশন, ট্রেডবডি ও চেম্বারের আইসিটি বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায়, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের ব্যবসার উন্নয়নে করণীয় ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনার জন্য আইসিটি বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্টদের নিয়ে ২১ জুন ২০২১ অনলাইনে একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় আইসিটি বিশেষজ্ঞ, ট্রেডবডি এর প্রতিনিধিসহ ৫০জন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

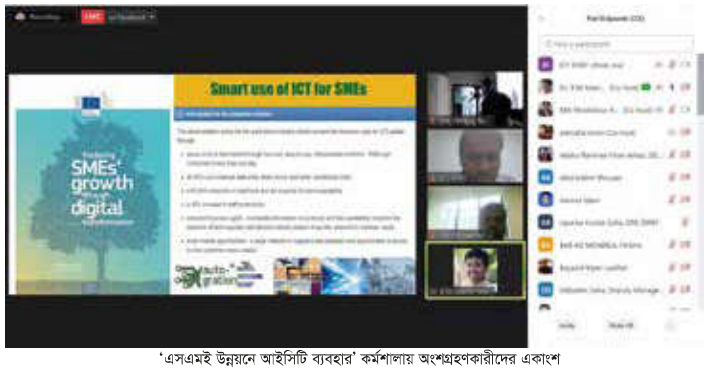

'এসএমই উন্নয়নে আইসিটি ব্যবহার' কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন এবং আজকের ডিল.কম এর মাঝে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তাদের অনলাইন মার্কেটপ্লেসে অর্ন্তভুক্তকরণের লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে এসএমই ফাউন্ডেশন এবং আজকের ডিল. কম। ২০ শে জুন ২০২১ এসএমই ফাউন্ডেশনের সম্মেলন কক্ষে স্বীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান এবং আজকের ডিল.কম এর প্রধান নির্বাহী ফাহিম মাশরুর। অনুষ্ঠানে এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের এসএমই উদ্যোক্তাদের পণ্য সহজে এবং কম খরচে ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দিতে এই সমঝোতা স্মারক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সমঝোতা স্মারকের আলোকে আজকের ডিল. কম প্লাটফর্মে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাগণের জন্য আলাদা পণ্য শ্রেণীভেদ থাকবে এবং উদ্যোক্তাগণের পণ্য উক্ত প্ল্যাটফর্মে অর্ন্তভুক্তকরণে আজকের ডিল. কম প্রয়োজনীয় সকল সেবা প্রদান করবে। এসএমই উদ্যোক্তগণের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান করবে। এসএমই ফাউন্ডেশন এবং আজকের ডিল. কম দেশব্যাপী একসাথে উদ্যোক্তাদের অনলাইন প্ল্যাটফর্মে অর্ন্তভুক্তিতে কাজ করবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসমূহ তাদের উৎপাদিত মানসম্পন্ন পণ্য বিপণনে বিভিন্ন প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। ই-কর্মাস সুবিধা ব্যবহার করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসমূহ সহজেই বিশ্বব্যাপী পণ্যের বিপণন করতে পারেন। বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতিতে ই-কর্মাস ক্রমবর্ধমান ব্যবসায়িক কৌশল এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি শক্তিশালী মাধ্যম।

বর্তমান করোনা প্রেক্ষাপটে অনলাইন ব্যবসা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অনলাইন ব্যবসা বর্তমানে এসএমই উদ্যোক্তাদের ব্যবসা টিকে থাকার প্রধান

এসএমই ফাউন্ডেশন এবং আজকের ডিল.কম এর মাঝে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে। এসএমই ফাউন্ডেশন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তাদের অনলাইন ব্যবসায় সক্ষমতা অর্জনে প্রযুক্তি হস্তান্তর, দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন বিষয়ে দেশব্যাপী কাজ করে যাচ্ছে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তাগণ বর্তমান প্রেক্ষাপটে পণ্য বিপণনে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে যার প্রেক্ষিতে ফাউন্ডেশন উদ্যোক্তা ও অনলাইন মার্কেটপ্লেসসমূহের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উদ্যোক্তাগন আলোচ্য উদ্যোগের ফলে দেশব্যাপী পণ্য সহজেই প্রচার প্রসারের সুযোগ পাচ্ছে এবং করোনা প্রেক্ষাপটেও ব্যবসায় টিকে থাকার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

‘Gender equity & social inclusion in Trade Support Institutes (TSIs)’ কর্মশালা

এসএমই ফাউন্ডেশন এবং TFO Canada মধ্যকার সমঝোতা স্মারকের আওতায় WOMEN IN TRADE FOR INCLUSIVE AND SUSTAINABLE GROWTH (WITISG); ২০১৯-২০২৪ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। রপ্তানি বাণিজ্যে নারী-উদ্যোক্তাদের সহায়তায় যুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, নারী-উদ্যোক্তা চেম্বার, অ্যাসোসিয়েশন, ট্রেড বডি ইত্যাদির জেন্ডার সংবেদনশীলতা সৃষ্টি ও প্রাতিষ্ঠানিক জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান প্রস্তুতকরণ বিষয়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়। রপ্তানি বাণিজ্যে নারী-উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১০ এপ্রিল ২০২১ আয়োজিত কর্মশালায় নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়নের সাথে যুক্ত নারী-উদ্যোক্তা চেম্বার, অ্যাসোসিয়েশন, ট্রেডবডিসহ ১৫টি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও প্রতিনিধিদের যুক্ত করে কর্মশালাটি আয়োজিত হয়। কর্মসূচির আওতায় সহযোগী সংস্থা হিসেবে রয়েছে, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল, ডিসিসিআই, বাংলা ক্রাফট, চট্টগ্রাম উইম্যান চেম্বার, ঢাকা উইমেন চেম্বার, Women Entrepreneurs Association of Bangladesh (WEAB), Women Entrepreneurs Network for Development (WEND), Bangladesh Jute Goods Exporters Association (BJGEA), লাইট ক্যাসল। এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান কর্মশালাটিতে যুক্ত ছিলেন। ফাউন্ডেশনের নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়ন উইং এর মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খান, সহকারী মহাব্যবস্থাপক মুহাম্মদ মাসুদুর রহমান এবং ব্যবস্থাপক মোছাঃ নাজমা খাতুনসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ যুক্ত ছিলেন।

‘Gender equity & social inclusion in Trade Support Institutes (TSIs)’ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

কর্মশালা পরবর্তী ১৩-১৫ এপ্রিল ২০২১ ‘Gender equity & social inclusion in Trade Support Institutes (TSIs): Gender Action Plan Preparation’ বিষয়ে তিনদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজিত হয়। অনলাইন প্রশিক্ষণটিতে এসএমই ফাউন্ডেশনসহ ১২টি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি/প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। রিসোর্স পার্সন হিসেবে জেন্ডার এক্সপার্ট, TFO Canada এর জেন্ডার পরামর্শক মিসেস নিলুফার আহমেদ করীম যুক্ত ছিলেন। প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের জেন্ডার ড্রাফট অ্যাকশন প্লান প্রস্তুত করে এসএমই ফাউন্ডেশন এবং TFO Canada বরাবর জমা দিয়েছেন।

ভাকুর্তা আর্টিফিশিয়াল জুয়েলারি শিল্প ক্লাস্টার পরিদর্শন ও মতবিনিময় সভা

৯ জুন ২০২১ এসএমই ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খানের নেতৃত্বে ক্লাস্টার অনুবিভাগের কর্মকর্তাদের একটি প্রতিনিধিদল সাভারের ‘ভাকুর্তা আর্টিফিশিয়াল জুয়েলারি শিল্প ক্লাস্টার’ পরিদর্শন করেন। এ সময় ক্লাস্টারটির বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ, সমস্যা ও সম্ভাবনা নিরূপণের লক্ষ্যে অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়। মতিবিনিময় সভায় উক্ত ক্লাস্টারের দুইটি অ্যাসোসিয়েশন ভাকুর্তা স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যবসায়ী বহুমুখী সমিতি ও ভাকুর্তা সোনা, রূপা ও ইমিটেশন ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি’র প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। সভায় উদ্যোক্তাগণ ক্লাস্টারের বর্তমান চিত্র, সুবিধা, অসুবিধাসমূহ তুলে ধরার পাশাপাশি সমস্যা থেকে উত্তরণ বিষয়ে ফাউন্ডেশনের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

ভাকুর্তা আর্টিফিশিয়াল জুয়েলারি শিল্প ক্লাস্টার পরিদর্শন কালে ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ

নারী-উদ্যোক্তা-ব্যাংকার ম্যাচমেকিং কর্মশালা আয়োজন

করোনা মহামারীতে ক্ষতিগ্রস্ত নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণ প্রাপ্তি সহজীকরণের লক্ষ্যে ৫ বিভাগে নারী-উদ্যোক্তা-ব্যাংকার ম্যাচমেকিং/জেন্ডার সংবেদনশীলতা কর্মশালা আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের উদ্যোক্তাদের নিয়ে অনলাইনে আলাদা ৫টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় উদ্যোক্তা এবং উদ্যোক্তা প্রতিনিধিরা ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তাদের ভোগান্তির কথা তুলে ধরেন। অংশগ্রহণকারী ব্যাংক কর্মকর্তাগণ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও ডকুমেন্টেশন বিষয়ে নারী-উদ্যোক্তারদের অবহিত করেন। পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত ইউনিক আবেদন ফর্মের সাথে পরিচিত করানোসহ যাবতীয় প্রস্তুতির বিষয়ে নারী-উদ্যোক্তাদেরকে অবহিত করা হয়। এছাড়া, ঋণ প্রাপ্তির পূর্বশর্ত হিসেবে পরিকল্পিত ব্যবসায়িক করণীয় নির্ধারণ, হিসাবরক্ষণ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন প্রক্রিয়া ও উৎপাদন পরিকল্পনার বিভিন্ন মডেল আলোচনা, বিপণন ব্যবস্থা, আর্থিক ধারণা ও পরিকল্পনা, বাজার জরিপ বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা প্রদান করা হয়। এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান মহাব্যবস্থাপক মোঃ নাজিম হাসান সাত্তার, ফারজানা খান, মোঃ সিরাজুল হায়দার এনডিসি কর্মশালায় যুক্ত ছিলেন। ০২ মে ২০২১ ঢাকার নারী-উদ্যোক্তাদের নিয়ে কর্মশালায় নারী-উদ্যোক্তা সংশ্লিষ্ট চেম্বার, অ্যাসোসিয়েশনসমূহের সভাপতি, প্রতিনিধিবৃন্দ, ব্যাংকার এবং নারী-উদ্যোক্তাসহ প্রায় ৭০জন অংশগ্রহণকারী যুক্ত ছিলেন। ৩১ মে ২০২১ চট্টগ্রামে, ১৬ জুন ২০২১ রাজশাহী ও রংপুরে এবং ১৭ জুন সিলেটের নারী-উদ্যোক্তাদের নিয়ে অবশিষ্ট ৪টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এসব কর্মশালায় ১৫০ নারী-উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

নারী-উদ্যোক্তা-ব্যাংকার ম্যাচমেকিং কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

'Workshop on COVID-19 Response: Stress Management for Women Entrepreneurs' কর্মশালা আয়োজন

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে অন্যতম এসএমই নারী-উদ্যোক্তাগণ। তাই নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য কৌশলগত করণীয় নির্ধারণ এবং তাদের মানসিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য 'Workshop On COVID Response: Stress Management for Women Entrepreneurs' কর্মশালার আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইট ও ফেসবুক পেজে প্রচারণার মাধ্যমে প্রাপ্ত আবেদনপত্র থেকে অংশগ্রহণকারী নারী-উদ্যোক্তাকে নির্বাচন করা হয়। মটিভেশনাল স্পিকার মিসেস রেহানা আক্তার রুমা এবং মনোরোগ বিশেষজ্ঞ মিসেস নাহিদ পারভীন সেশন পরিচালনা করেন। কর্মশালাটিতে যুক্ত হন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক মিসেস ফারজানা খান। ১৫ জুন ২০২১ অনলাইনে আয়োজিত কর্মশালায় ৬৫জন নারী-উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

'Workshop on COVID-19 Response: Stress Management for Women Entrepreneurs' কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

'এসএমই উন্নয়নে উৎপাদনশীলতা' ওয়েবিনার আয়োজন

১৪ জুন ২০২১ অনলাইনে এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে 'এসএমই উন্নয়নে উৎপাদনশীলতা' ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়। ওয়েবিনারের লক্ষ্য ছিলো, এসএমই পণ্য ও সেবার মানোন্নয়ন, সম্পদের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং সর্বোপরি প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধিতে উৎপাদনশীলতার ভূমিকা বৃদ্ধি এবং এ বিষয়ে সচেতনতা তৈরি। ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিশ্চিন্ত কুমার পোদ্দার, পরিচালক, ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)। প্যানেল আলোচক ছিলেন মির্জা নূরুল গণী শোভন, সভাপতি, জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি-বাংলাদেশ (নাসিব) এবং অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. মাসুদ, বিভাগীয় প্রধান, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং (আইপিই) বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মোঃ রাজু আহম্মেদ, গবেষণা কর্মকর্তা, এনপিও। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খান । ওয়েবিনারে ৯০জন উদ্যোক্তা ও প্রতিনিধি, সেক্টর বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য অংশীজন অংশগ্রহণ করেন।

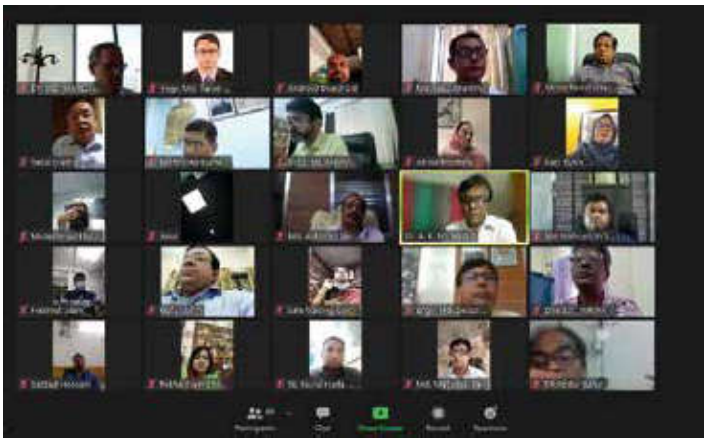

'এসএমই উন্নয়নে উৎপাদনশীলতা' ওয়েবিনারে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

ভৈরব পাদুকা শিল্প ক্লাস্টারে কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার (সিএফসি) স্থাপন বিষয়ে ‘কর্মসংস্থানভিত্তিক রপ্তানি প্রতিযোগিতা (EC4J)’ এর সাথে আলোচনা সভা

অবকাঠামো সীমাবদ্ধতা নিরসনে সরকারি বিনিয়োগ সুবিধা (PIFIC) প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ‘রপ্তানি প্রতিযোগিতার জন্য কর্মসংস্থান (EC4J)’ প্রকল্পটি শিল্প এলাকাভিত্তিক সুবিধা প্রদান করছে। বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ভৈরব পাদুকা শিল্প ক্লাস্টারে কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার (সিএফসি) স্থাপন বিষয়ে ‘রপ্তানি প্রতিযোগিতার জন্য কর্মসংস্থান (EC4J)’ প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সাথে অনলাইনে মতবিনিময় সভার আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। ৪ এপ্রিল এবং ২২ এপ্রিল ২০২১ অনলাইনে আয়োজিত ২টি মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক মোঃ নাজিম হাসান সাত্তার এবং ফারজানা খান, উপ-মহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুস সালাম সরদার, ভৈরব পাদুকা শিল্প মালিক সমবায় সমিতির সভাপতি ও সেক্রেটারি এবং রফতানি প্রতিযোগিতার জন্য কর্মসংস্থান (EC4J) প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ। মতবিনিময়

ভৈরব পাদুকা শিল্প ক্লাস্টারে কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার (সিএফসি) স্থাপন বিষয়ে ‘কর্মসংস্থানভিত্তিক রপ্তানি প্রতিযোগিতা (EC4J)’ এর সাথে আলোচনা সভায় উপস্থিতির একাংশ

সভায় ‘রপ্তানি প্রতিযোগিতার জন্য কর্মসংস্থান (EC4J)’ প্রকল্প এবং এসএমই ফাউন্ডেশন এর যৌথ উদ্যোগে ভৈরব পাদুকা শিল্প ক্লাস্টারে কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার (সিএফসি) স্থাপন এবং ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

কালুহাটি পাদুকা শিল্প ক্লাস্টারে সিএফসি স্থাপন বিষয়ে উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময়

কালুহাটি পাদুকা শিল্প ক্লাস্টারে সিএফসি স্থাপন বিষয়ে উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

রাজশাহীর কালুহাটি পাদুকা শিল্প ক্লাস্টারে কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার (সিএফসি) স্থাপন বিষয়ে ২২ মে ২০২১ উক্ত ক্লাস্টার পরিদর্শন এবং উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমানের নেতৃত্বে ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা এবং দু’জন পরামর্শকের একটি প্রতিনিধিদল। এ সময় প্রতিনিধিদল কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার (সিএফসি) স্থাপনের জন্য কালুহাটি পাদুকা শিল্প ক্লাস্টারের উদ্যোক্তাদের নির্ধারিত জায়গা এবং দোকান সরেজমিন পরিদর্শন করেন এবং আলোচনা সভায় সিএফসিতে ব্যবহৃত সম্ভাব্য যন্ত্রপাতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

"Online Marketing: A complete guideline for SME entrepreneurs" প্রশিক্ষণ

৩০ মে-০১ জুন ২০২১ অনলাইনে “Online Marketing: A complete guideline for SME entrepreneurs” প্রশিক্ষণের আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। এতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের অনলাইন প্ল্যাটফর্ম বিশেষ করে ফেসবুক মার্কেটিং এর মাধ্যমে তাঁদের পণ্য গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দেয়ার উপায় নিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। বিপণন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারাও অনলাইনে যুক্ত হয়ে উদ্যোক্তাদের সাথে এ বিষয়ে মতবিনিময় করেন। উক্ত প্রশিক্ষণে জামালপুর নকশীকাঁথা ক্লাস্টারের ২৩জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

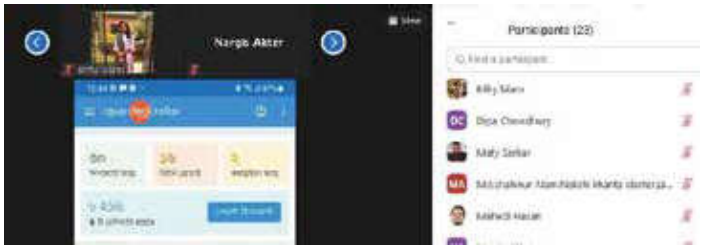

"Online Marketing: A complete guideline for SME entrepreneurs" প্রশিক্ষণ

‘শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও করণীয়’ মতবিনিময় সভা

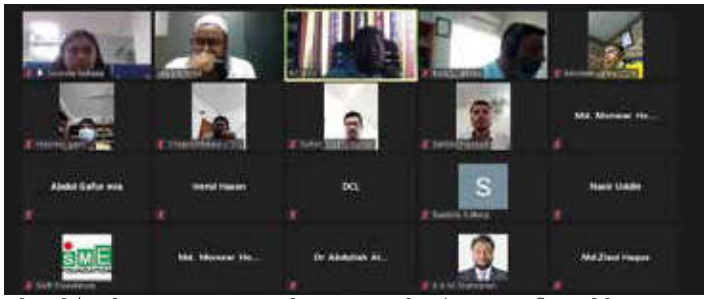

‘শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও করণীয়’ মতবিনিময় সভা

৭ জুন ২০২১ অনলাইনে ‘শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Food Safety Management System (FSMS) - ISO 22000) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও করণীয়’ বিষয়ে মতবিনিময় সভার আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। সভায় ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে FSMS - ISO 22000 বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা, করোনাকালীন সময়ে ব্যবসা স্বাভাবিক রেখে FSMS বাস্তবায়ন ও আন্তর্জাতিক সনদ ISO 22000 প্রাপ্তির লক্ষ্যে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে FSMS বাস্তবায়নাধীন খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্যোক্তা/প্রতিনিধি ও পরামর্শকগণ অংশগ্রহণ করেন।

‘শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাইজেন বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও করণীয়’ মতবিনিময় সভা

এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ১৬ জুন ২০২১ ফাউন্ডেশনের সম্মেলন কক্ষে ‘শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাইজেন বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও করণীয়’ বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাইজেন বাস্তবায়নের বর্তমান অগ্রগতি পর্যালোচনা ও আশু সমাপ্তির লক্ষ্যে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সভায় কাইজেন বাস্তবায়নাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্যোক্তা/প্রতিনিধি ও পরামর্শকগণ অংশগ্রহণ করেন।

‘শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাইজেন বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও করণীয়’ মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক 'এমএসএমই দিবস ২০২১' উদযাপন

এমএসএমই দিবস ২০২১ উদযাপন অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি, শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপিসহ অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

আন্তর্জাতিক এমএসএমই দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষে প্রথমবারের মতো এসএমই ফাউন্ডেশন এবং UNIDO'র যৌথ উদ্যোগে ওয়েবিনারের আয়োজন করা হয়। শোভন কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতকে আরো এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে ২০১৭ সালে জাতিসংঘ ২৭ জুনকে 'এমএসএমই দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। সেই হিসাবে এ বছর সারা বিশ্বে পঞ্চমবারের মত দিবসটি পালিত হচ্ছে। এসএমই ফাউন্ডেশন প্রথমবারের মত আনুষ্ঠানিকভাবে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে 'এমএসএমই দিবস' উদযাপনের উদ্যোগ নেয়। এ উপলক্ষে জাতীয় পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারণা এবং নানা আয়োজনের মাধ্যমে এমএসএমই দিবস উদযাপন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। ২৭ জুন ২০২১ এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ আখতার হোসেন, শিল্পসচিব জাকিয়া সুলতানা এবং এফবিসিসিআই সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন। অনুষ্ঠানে গেস্ট অব অনার ছিলেন UNIDO'র Regional Representative for South Asia Mr. Van Berkel Rene।

স্বাগত বক্তৃতায় এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান বলেন, দেশের এসএমই খাতের উন্নয়নে ২০২১-২২ অর্থবছরে এসএমই ফাউন্ডেশনের ৫ বছর মেয়াদী (২০২১-২৫) কৌশলগত উন্নয়ন রূপকল্প তৈরি, সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ২০০ কোটি টাকা বিতরণ, ১টি জাতীয় এবং বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে ১৬টি আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা আয়োজন, নতুন উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রামে দু'টি বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা, দক্ষতা উন্নয়নে অন্তত ৫ হাজার উদ্যোক্তাকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, অনলাইন মার্কেটিংয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান, এসএমই উদ্যোক্তাদের পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রয়ের জন্য অনলাইন প্রোডাক্ট ডিসপ্লে প্ল্যাটফর্ম, নারী-উদ্যোক্তা ও ক্লাস্টারভিত্তিক উন্নয়নের লক্ষ্য ঠিক করেছে এসএমই ফাউন্ডেশন। তবে এসএমই ফাউন্ডেশন মনে করে, দেশের মোট অর্থনীতির চার ভাগের এক ভাগ এসএমই খাতের উন্নয়ন এবং এসএমই নীতিমালা ২০১৯ বাস্তবায়নে বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে কার্যালয় স্থাপন, ক্লাস্টারভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম, এসএমই উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে অর্থায়ন নিশ্চিত করতে এসএমই ফাউন্ডেশনের অনুকূলে প্রতি বছর বাজেটে সুনির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন। এসএমই খাতের উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশনকে একটি কার্যকর ও স্মার্ট প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করাই হলো এমএসএমই দিবস পালনের মূল লক্ষ্য।

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি বলেন, শিল্প মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় সারা দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের পণ্য উৎপাদন, বাজার সংযোগ সৃষ্টি, দক্ষতা উন্নয়নে কাজ করছে এসএমই ফাউন্ডেশন। এসএমই ফাউন্ডেশনের উন্নয়ন কার্যক্রম দেশে দক্ষ উদ্যোক্তা তৈরির প্রয়াস আরো জোরদার করবে বলেও মনে করেন তিনি। এসএমই ফাউন্ডেশনকে প্রতি বছর নিয়মিতভাবে অর্থ বরাদ্দ দেয়ার বিষয়েও তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি বলেন, দেশের ৭৮ লাখের অধিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শতকরা ৯৯ ভাগের বেশি কটেজ, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি বা সিএমএসএমই। অর্থনীতিতে এমএসএমই খাতের অবদান আরো বৃদ্ধি করতে এবং তাদের জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি করতে কাজ করছে এসএমই ফাউন্ডেশন। এমএসএমই উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমসমূহ সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্য বাস্তবায়নকে গতিশীল করবে বলেও মনে করেন তিনি। এ লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশনের জন্য বিশেষ বরাদ্দ রাখতে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি অনুরোধ জানান শিল্প প্রতিমন্ত্রী।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতির চালিকা শক্তি দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাত। তিনি ডিজিটাল সেবা গ্রহনের মাধ্যমে আরো বেশি বেশি উদ্যোক্তা তৈরির ক্ষেত্রে এসএমই ফাউন্ডেশনের সঙ্গে একযোগে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ আখতার হোসেন বলেন, দেশব্যাপী টেকসই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের দ্রুত প্রসার ঘটছে। তাই আমার বিশ্বাস, দেশে যুব সমাজের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং এসএমই ফাউন্ডেশন এক সাথে কাজ করতে পারে।

শিল্পসচিব জাকিয়া সুলতানা বলেন, বাংলাদেশে প্রথম করোনা রোগী সনাক্তের পর থেকে দুই বছরের বেশি সময়ে এসএমই উদ্যোক্তাগণ কাঁচামাল সরবরাহ, পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ, কর্মচারীদের বেতন ভাতা, ব্যবসায় অর্থায়ন ও প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছেন। তবে সরকার কর্তৃক সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য দুই দফা আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার সহযোগিতায় উদ্যোক্তারা ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছেন। এসএমই ফাউন্ডেশনকে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের পরিণত করার যে কোন উদ্যোগে মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

এফবিসিসিআই সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন বলেন, ব্যাংকের সাথে সুসম্পর্ক না থাকায় সরকারের প্রণোদনা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন এসএমই উদ্যোক্তারা। তাই এ শিল্পের জন্য বিকল্প অর্থায়নের ব্যবস্থা করা দরকার। এছাড়া এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজ এসএমই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বিতরণের আহবান জানান তিনি।

UNIDO'র Regional Representative for South Asia Mr. Van Berkel Rene তার উপস্থাপনায় বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের এসএমই খাতের তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করে বলেন, এসএমই খাত ভাল পারফর্ম করায় বাংলাদেশের জিডিপি গ্রোথ খুব ভাল। তিনি ভবিষ্যতে এসএমই ফাউন্ডেশনের সঙ্গে এক যোগে কাজ করার আশ্বাস প্রদান করেন।

সভাপতির বক্তব্যে এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমান বলেন, এসএমই উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন, অর্থায়ন, বাজার সংযোগ সৃষ্টিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা বাস্তবায়নে কাজ করছে এসএমই ফাউন্ডেশন। বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। সরকারের দ্বিতীয় দফা প্রণোদনা প্যাকেজের মধ্যে বরাদ্দকৃত ১০০ কোটি টাকা ২৪ জুনের মধ্যে বিতরণ করতে সক্ষম হয়েছে এসএমই ফাউন্ডেশন। কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপটে ডিজিটাল মার্কেটিং প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার বৃদ্ধিতে উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে এসএমই ফাউন্ডেশন। এসএমই উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে কার্যক্রম আরো বাড়াতে জনবল ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য রাজস্ব বাজেট থেকে এসএমই ফাউন্ডেশনের অনুকূলে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ প্রয়োজন।

সম্পাদনা পরিষদ: মোঃ নাজিম হাসান সাত্তার, মহাব্যবস্থাপক; ফারজানা খান, মহাব্যবস্থাপক; সিরাজুল হায়দার এনডিসি, মহাব্যবস্থাপক, মুহাম্মদ মোরশেদ আলম, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, অঙ্গসজ্জা: মো: আরিফুল ইসলাম, প্রোগ্রাম সহকারী, এসএমই ফাউন্ডেশন, পর্যটন ভবন (লেভেল-৬ ও ৭) প্লটঃ ই-৫/সি-১, পশ্চিম আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭। ফোন: (+৮৮০২) ৪১০২৪১০৮-১০ ফ্যাক্স: ৪১০২৪১১১, ই-মেইল: info@smef.gov.bd ওয়েব সাইট: www.smef.gov.bd